R. N. No. 2532/57 Ph. : 66228 (P.), 67228 (Resi.)/STD 03483 P. Regd. No. Tech./WB/RNP 214/2002

মার্বেল সেন্টার
প্রযত্নে—উল ভাণ্ডার
রঘুনাথগঞ্জ ফুলতলা
(রাজা মার্কেট)
মার্বেল, গ্লেজড টালি, কাঁচ, প্লাই, পাম্প, মোটর, পাইপ ও SINTEX দরজা সরবরাহকারী
ফোন ঃ ৬৬৩৯৯

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং—১২ / ১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)
ফোন ঃ ৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

৮৯শ বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা | রঘুনাথগঞ্জ ১১ই আষাঢ়, বুধবার, ১৪০৯ সাল। ২৬শে জুন, ২০০২ সাল। | নগদ মূল্য ঃ ১ টাকা বার্ষিক ঃ ৫০ টাকা

পতাকা বিড়ি কর্মচারী ইউনিয়নের মুখ্য উপদেষ্টা আশিক হোসেন খুন

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গত ২৫ জুন বেলা ১১টা নাগাদ প্রকাশ্য রাস্তার উপর খুন হলেন পতাকা বিড়ি কর্মচারী ইউনিয়নের মুখ্য উপদেষ্টা ও নয়া তালাসী পত্রিকার সম্পাদক এ্যাডভোকেট আশিক হোসেন (৩৩)। জানা যায়, ঐ দিন সামসেরগঞ্জ থানার কামালপুর গ্রামের বাড়ী থেকে নিমতিতা রেজিস্ট্রি অফিসে আসার পথে আনন্দধাম আশ্রমের কাছে ৫-৬ জন দুষ্কৃতি হেসো নিয়ে আশিককে সাংঘাতিকভাবে আক্রমণ করে। তাঁর হাত ও পায়ের শিরা দুষ্কৃতীরা কেটে দেয়। রক্তাক্ত আশিক ঘটনাস্থলে মারা যান। চোদ্দজন ছাঁটাই কর্মীর পুনর্বহাল নিয়ে পতাকা বিড়ি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আসিক হোসেনের ইউনিয়নগত একটা মনোমালিন্য বেশ কিছুদিন থেকে চলছিল। মৃত্যু সংবাদ পেয়েই জঙ্গিপুর বারের একদল আইনজীবী ঘটনাস্থলে পেঁছান। এঁদের একজন অনুরাধা ব্যানার্জী জানান—'আমরা পেঁছানোর আগেই আশিকের মৃতদেহ পোষ্ট মর্টেমের জন্য জঙ্গিপুর হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। পুরো এলাকায় আতঙ্কের বিভীষিকা। খুনের প্রসঙ্গে কেউ মুখ খুলতে চায় না। মিষ্টির দোকানের সামনে প্রকাশ্য রাজপথে আশিককে আততায়ীরা নৃশংসভাবে হত্যা করলেও রাত পর্যন্ত থানায় কোন এফ আই আর করা হয়নি। হত্যাকারীদের কেউ কেউ স্থানীয় হলেও প্রত্যক্ষদর্শীরা আতঙ্কে ঘটনা এড়িয়ে যাচ্ছে। আশিকের মা ভায়েরাও নিরাপত্তার অভাব বোধ করছেন। অনুরাধা আরো জানান—প্রকাশ্যে এত বড় একটা খুনের ঘটনা ঘটে গেলেও এলাকায় কোন পুলিশ দেখতে না পেয়ে সামসেরগঞ্জ থানায় গিয়ে আমরা সেখানে পুলিশের (শেষ পৃঃ)

ট্রেডমার্ক জাল করে নকল মবিল বিক্রীর অভিযোগে দুই ব্যবসায়ী গ্রেপ্তার

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ রঘুনাথগঞ্জ শহর লাগোয়া বাণীপুরের 'সুপ্রিয় হার্ডওয়ার' এর মালিক রঘুনাথ দাস ও 'সুরেন্দ্র ভ্যারাইটীজ' এর মালিক সুখেন দত্তকে ইন্ডিয়ান অয়েলের ট্রেডমার্ক জাল করে নকল মবিল বিক্রীর অভিযোগে স্থানীয় পুলিশ গত ১৫ জুন বাণীপুর থেকে গ্রেপ্তার করে। দু'জনের দোকানে তল্লাসী চালিয়ে ১০০ লিটার নকল মবিল ও কিছু খালি জার উদ্ধার হয়। জানা যায়, এরা জাল ট্রেডমার্ক লাগানো 'ক্যাসট্রল' ব্রান্ডের জারে নকল মবিল ভরে দীর্ঘদিন ধরে বাজারে বিক্রী করছিল। এলাকার অন্যান্য ব্যবসায়ীদের অভিযোগ মতো ইন্ডিয়ান অয়েল থেকে কয়েকজন অফিসার সরজমিন তদন্তে এখানে আসেন এবং ঘটনার সত্যতা প্রমাণিত হয়। শেষে অফিসাররা রঘুনাথগঞ্জ থানার পুলিশের সাহায্য নিয়ে দোকানে তল্লাসী চালান। ইন্ডিয়ান অয়েলের ট্রেডমার্ক এবং মবিলের গ্রেড জালের অভিযোগ এনে এদের বিরুদ্ধে কেস রুজু করা হয়। পুরো ঘটনাটা ডিআইবি তদন্ত করছে বলে জানা যায়।

দলকে উজ্জীবিত করতে অধীর চৌধুরী আবার জঙ্গিপুরে

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ জঙ্গিপুর পুর এলাকা সহ আশপাশ এলাকার গ্রামাঞ্চলের কংগ্রেস কর্মীদের উজ্জীবিত করতে আবার জঙ্গিপুরে আসছেন বহরমপুরের কংগ্রেস সাংসদ তথা জেলা কংগ্রেস সভাপতি অধীররঞ্জন চৌধুরী। জঙ্গিপুর পুরসভাতে কংগ্রেসী কমিশনাররা থেকেও নেই, গ্রামাঞ্চলে বহু কংগ্রেস কর্মী ঘরছাড়া বা ভয়ে দলছাড়া। এ অবস্থায় আগামী ৫ জুলাই রঘুনাথগঞ্জ মাড়োয়ারী ধর্মশালায় কর্মীসভা, রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লকের মহালদারপাড়ায় কর্মীদের উৎসাহিত করতে সভা, (শেষ পৃষ্ঠায়)

মহিলা কর্মীর সাথে অবৈধ মেলামেশার অভিযোগে সিডিপিও বদলি

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লকের চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট প্রোজেক্ট অফিসার দীনবন্ধু সাহাকে নারীঘটিত অভিযোগে এখান থেকে বীরভূমে বদলি করা হলো। জানা যায়, আলিপুরদুয়ার থেকে আসা ঐ অফিসের জনৈকা কর্মীর সাথে সিডিপিও-র অবৈধ মেলামেশার ঘটনা অফিস ছাড়িয়ে শহরের রাস্তায় নেমে আসে। এই নিয়ে কানাঘুসা চলে। জেলা পর্যায়ের তদন্তে অফিসের মধ্যে মহিলা কর্মীটির সাথে দীনবন্ধুর অবৈধ মেলামেশার অভিযোগ প্রমাণিত হয়। বিবাহিত অফিসারকে এই ধরনের জঘন্য রুচির জন্য ভর্ৎসনা করা হয়। তাকে সিউড়ীতে বদলি করা হয়েছে।

বিশেষ আকর্ষণ—৪০০ থেকে ৭০০ টাকায় মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী
মির্জাপুরের ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান নিরঞ্জয় বাঘিড়া এণ্ড সন
(নিরঞ্জয় বাঘিড়া প্রথম ঘর) (প্রাঃ নিরঞ্জয় বাঘিড়া
সব রকমের সিল্ক শাড়ী, কাঁথাষ্টিচ, তসর ও কোড়া থান, কোরিয়াল, জামদানী, জোড় এবং ব্যাঙ্গালোরের মোহিনী বর্ডার শাড়ী পাইকারী দরেই খুচরো বিক্রী করা হয়। এছাড়া ১৭৫ থেকে ২০০ টাকার মধ্যে নানা ডিজাইনের চুড়িদার পাওয়া যাচ্ছে। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।
মির্জাপুর, পোঃ গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোন ঃ এসটিডি ০৩৪৮৩ / ৬২১২৯

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১১ই আষাঢ় বুধবার, ১৪০৯ সাল।

॥ তৈল মূল্য বৃদ্ধি ॥

পেট্রোল-ডিজেল'-এর মূল্য পুনরায় বাড়িয়াছে। আন্তর্জাতিক বাজারের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তেলের দাম বাড়াইবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার তৈল কোম্পানীগুলিকে অনুমতি দিয়াছে বলিয়া খবরে প্রকাশ। কেন্দ্রের বিজেপি সরকার এ পর্যন্ত তেলের দাম একাধিকবার বাড়াইয়া দিয়াছে। পেট্রোল ও ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধি ঘটিলে সর্বপ্রকার পণ্যের পরিবহন খরচ বাড়িয়া যায়, যাত্রীভাড়াও বাড়ে। জিনিসপত্রের দাম ইহার ফলে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়; মানুষের —সাধারণ মানুষের কষ্টের শেষ থাকে না। অথচ আধুনিক যুগে তেল ছাড়া কাহারও চলিবে না।

কেন্দ্রীয় সরকার তেলের দাম বাড়াইয়াছে বলিয়া বেসরকারী বাসমালিক সংগঠনসমূহ ভাড়া বৃদ্ধির দাবিতে চলতি মাসের ১০ ও ১১ তারিখ এই রাজ্যের বাস-মিনিবাস ধর্মঘটের ডাক দিয়াছিল। অবশ্য রাজ্য সরকারের পরিবহনমন্ত্রী বাসমালিকদিগকে আশ্বস্ত করিলে সে ধর্মঘট প্রত্যাহার করা হইয়াছে। এখন পরিবহনমন্ত্রীর ভাড়া-বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত কী হয়, তাহার জন্য বাসমালিকেরা অপেক্ষা করিতেছেন।

রাজ্য সরকারের পক্ষ হইতে কেন্দ্রীয় সরকারের তেলের দাম বাড়াইবার সিদ্ধান্তের তীব্র সমালোচনা করা হইয়াছে এবং রাজ্য সরকারের এই বিষয়ের মনোভাব কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম মন্ত্রীকে জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে। আজ রান্নার গ্যাসের দাম বারংবার দরবৃদ্ধির জন্য কী পরিমাণ বাড়িয়াছে, তাহা মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় মর্মে মর্মে বুঝিতেছেন। যাত্রী ভাড়াও যাহা বাড়িয়াছে, তাহা সাধারণ মানুষের পক্ষে রীতিমত কষ্টকর। দরের প্রভাব প্রতিটি পণ্যের উপর পড়িয়াছে।

এই অবস্থায় আবার নূতন করিয়া পেট্রোল-ডিজেলের দাম বাড়িতেছে। পণ্য ও যাত্রী পরিবহনের 'চার্জ' অবশ্যই বাড়িবে। ফলতঃ প্রতিটি পণ্যের পরিবহন খরচ আবশ্যিকভাবে বাড়িলে জিনিসপত্রের দাম কোন্ পর্যায়ে পৌঁছিবে, তাহা অনুমান করা শক্ত নহে। তাঁহাদের পরবর্তী পদক্ষেপ অভিযোগ যে, কেন্দ্রীয় সরকার নাকি ঘাটতি মিটাইতেই তেলের দাম বাড়াইয়া মানুষের উপর ক্রমশই বোঝা চাপাইয়া দিতেছে। ইহা সত্য যে, সরকারী পরিবহন কোম্পানীসমূহকে সরকার তেলের দরবৃদ্ধির জন্য ভরতুকি দিয়া থাকে; কিন্তু বেসরকারী বাসমালিকেরা সে দাক্ষিণ্যবঞ্চিত। তাঁহারা বাস চালান বন্ধ করিলে যাত্রী পরিবহন ব্যবস্থায় বিরাট ধাক্কা লাগিবে।

এই পরিস্থিতিতে রাজ্য পরিবহনমন্ত্রী কোন্ পদক্ষেপ লইবেন, তাহা রাজ্যের সর্বস্তরের সাধারণ মানুষ দেখিবার অপেক্ষা করিতেছেন। তবে এ পর্যন্ত খবর এই যে, বাস ও মিনিবাসের ন্যূনতম ভাড়া ২ টাকা ৫০ পয়সার বদলে তিন টাকা হইবে বলিয়া রাজ্য পরিবহন দপ্তরের প্রস্তাব। পরবর্তী পর্যায়ে ২৫ পয়সা করিয়া বাড়িবে। এই সিদ্ধান্ত নাকি সরকারী, বেসরকারী, সকল প্রকার বাসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে। বাসমালিকেরা কী করিবেন, এখনও জানা যায় নাই। আবার ট্যাক্সি ধর্মঘটের হুমকি চলিতেছে।

দেশের কথা !

রচনা ঃ শরৎচন্দ্র পন্ডিত (দাদাঠাকুর)

পরাধীন জাতির রাজনীতি নাই। কথাটি যে অতি সত্য তাহা পরাধীন ভারত-বাসী নিত্য জীবনে নানা দিক দিয়া প্রত্যহ অনুভব করিতেছে। পরাধীন জাতির রাজনীতি না থাকিতে পারে কিন্তু পেট-নীতি আছে। পরাধীন জাতিরও ক্ষুধা তৃষ্ণা লাগে—তাহারাও পেটে খাইয়া পরিধানের বস্ত্র পরিয়া বাঁচিয়া থাকিতে চায়। জগতের নীতিশাস্ত্রের আলোচনায় দেখা যায় অত্যন্ত বস্তুতান্ত্রিক অতি কঠোর পেটের নীতি হইতেই অন্যান্য যত সব উচ্চাঙ্গের নীতি শাস্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে। মানুষ আগে খাইবার, পরিবার ও বাঁচিয়া থাকিবার নীতি জানিতে চাহিবে—তারপর সে অন্য নীতির কথা কহিবে। এই মূল নীতিটাকে নিজ নিজ সুবিধামত প্রাধান্য দিবার জন্যই শক্তিশালী জাতিরা ইচ্ছামত আরও বহু প্রকার নীতি সৃষ্টি করিয়া ঐ নীতিটারই ভিত্তি সুদৃঢ় করিতেছে। তাই রাজনীতি ক্ষেত্রে ভারত নিজ স্থান যতই কিছুমাত্র পাইতেছে না পেটের জ্বালায় সে ততই আরো অস্থির ও বিব্রত হইয়া পড়িতেছে। ভারতের অভাবজনিত দুর্ভোগের মধ্য দিয়া কিভাবে কি নীতি ফুটিয়া উঠিবে কে জানে ?

আমাদের দেশে খাইবার পরিবার অভাব কোন দিন ছিল না। এখনও দেশের উৎপন্ন শস্য সম্পদ যাহা দেখা যায়, তাহাতে দেশের অর্দ্ধেকের বেশী লোক যে না খাইয়া মরিতেছে—অসহনীয় দারিদ্র্যের জ্বালায় মনুষ্যত্ব হারাইতেছে, দারিদ্র্যজনিত ব্যাধি-পীড়ায় দেশ ছাইয়া ফেলিতেছে—এমন হইবার কথা নয়। দেশের এমন শস্য সম্পদ থাকিতে তবে দেশবাসীর ভাগ্যে তাহা জোটে না কেন—কারণ শুনি Exploitation. শোষণ—বাহির হইতে এমনভাবে শোষণ চলিতেছে যে ভারতীয়ের এই শস্য সম্পদ সেই শোষণ যন্ত্রের মধ্যে গিয়া এমনভাবে পড়িবে যে তাহাতে তাহাদের আর কোন হাত বা আশা থাকিবে না। এই ব্যাপার ভারতে বরাবর চলিতেছে —তাহার ফল ভারতীয়ের নানা দুর্দশার মধ্য দিয়া নিয়ত প্রতিফলিত হইতেছে।

ভারতীয়ের ব্যবসা বাণিজ্য সব পরহস্তগত। নানা বিদেশী পণ্যের ভারতে একচেটিয়া রাজত্ব। পরদেশীয় দ্রব্যাদির এমন প্রাবল্য জগতে আর কোন দেশে বোধ হয় নাই। ভারতীয়ের শিল্প বাণিজ্য পূর্বে যাহা ছিল —দেশের অভাব তাহাতে যথেষ্ট মিটিত, আজ দেশের সে সমস্ত শিল্প বাণিজ্য একেবারে লুপ্ত কোথাও প্রায় লুপ্তভাবে রহিয়াছে। বিদেশী শিল্পের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় কিম্বা আমলাতন্ত্র সম্প্রদায়ের পক্ষপাতিত্বে তাহাদের এই দুর্দশা। দেশের বয়ন শিল্প প্রভৃতি এই ভাবে গিয়াছে। বিদেশী বণিকদের হাতে অর্থ—তাহারা এই দেশের কাঁচা মাল সব সস্তাদরে ইচ্ছামত কিনিয়া তাহা হইতে নানা দ্রব্য জাত করিয়া পরিপাটি শিল্প হিসাবে জগতের বাজারে চালাইতেছে—ভারতের বাজারেই আবার তাহার প্রচলন সবচেয়ে বেশী। শস্যের ও পণ্যের ফলন করিবে ভারতবাসী কিন্তু তাহার ফলভোগী হইবে বিদেশী বণিককুল—এ ব্যবস্থা বরাবরই চলিবে—ইহার প্রতিকারের উপায় কিছুতেই হইবে না।

ভারতের কয়লা আসিবে দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে অথচ বাংলায় অজস্র কয়লার খনি। সেই সুদূর আফ্রিকা হইতে কয়লা এখানে আসিয়া যে দরে বিক্রীত হইবে বাংলার কয়লা বোম্বাইতে গিয়া বিক্রী হইতে তার চেয়ে বেশী দাম পড়িবে। দেশী জিনিস দেশের অভাব মিটাইবার জন্য চালান দেওয়ার এমনি সুব্যবস্থা! এইভাবে অনেক দেশীয় জিনিসের ব্যবসায় মাটি হইয়া যাইতেছে। কিন্তু উপায় কি! ট্যাক্স, রেল ভাড়া ইত্যাদির মধ্যে দেশীয় ও বিদেশীয় জিনিসে এমন চমৎকার অসামঞ্জস্য এ যুগে চলিতে পারে কি ? কিন্তু তাহাও এদেশে সচল !

অন্যান্য দেশের লোক এদেশে আসিয়া নবাবের মত বাস করিবে। (৩য় পৃষ্ঠায়)

আজ ক্লাবগুলো নাকি আড্ডার ঠেক

বিশেষ প্রতিবেদক ঃ এই মুহূর্তে জঙ্গিপুর পুরসভার অধীন কম-বেশী ১৫টি ক্লাবের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা গেলেও 'ক্লাব'এর প্রয়োজনীয়তা, উপকারিতা এবং তাৎপর্য সম্বন্ধে কেউ অবহিত আছেন বলে মনে হয় না। পরিসংখ্যান ও তথ্যে আরো দু'একটি বৃদ্ধি হতে পারে, কিন্তু সমগ্র পুরসভা বা শহরের সাংস্কৃতিক শিল্প সাহিত্য, নাটক চর্চার ক্রমোন্নতি হওয়া দূরের কথা অবক্ষয়, হতাশা এবং কৃষ্টির ক্ষয় হতে হতে শূন্যে এসে দাঁড়িয়েছে। জঙ্গিপুর শহরের কোন সাংস্কৃতিক চেহারা গড়ে ওঠেনি গত দুই দশক ধরে। শারীর চর্চা, জিমন্যাস্টিক, নাটকের চর্চা ছয়, সাত বা আটের দশকে যা দেখা গেছে এখন তার ছিটেফোঁটাও নেই। ক্লাবগুলিতে মনীষীদের জন্মদিন, স্বাধীনতা দিবস, প্রজাতন্ত্র দিবস, শিশুদিবস পালিত হয় না। ক্রিকেট, ফুটবল, ভলিবল, ব্যাডমিন্টন, খো খো খেলাও হয় না। কখনো কচিতে ক্লাবের জন্মদিনে সন্ধ্যেবেলায় শাল মিছিল মোটর সাইকেল সহযোগে টাটা সুমো মারুতি ভ্যান আগে পিছে দেখা যাচ্ছে। নেপথ্যে থাকেন ব্যবসায়ী পুত্রেরা যারা বছর বছর ধরে ক্লাবের সম্পাদক পদে নির্বাচিত না হয়ে নিজেরাই সম্পাদক সেজে বসে থাকেন এবং পরোক্ষভাবে প্রশাসনের কাছে কেউকেটা সেজে ব্যক্তিগত আখের গোছান। বিবেকানন্দ, নেতাজী, অরবিন্দের জন্মদিন নিঃশব্দে চলে যায়। সন্ধ্যের পর ঐ সব ক্লাবগুলোতে তাসের আড্ডা জমে। কোথাও দূরদর্শনের অনুষ্ঠানের সঙ্গে হৈ হুল্লোর চেঁচামেচি। লাইব্রেরী থাকলেও বই দেওয়ার ব্যবস্থা নেই। ক্লাবগুলিতে চাঁদা আদায়ের কোন ব্যবস্থা নেই। অথচ পাকা ঘরদালান, কোথাও বা মোজাইকের মেঝে। সরকারী রেজিষ্ট্রেশন নেই। ফলে বিভিন্ন পুজো যেমন দুর্গা-পুজো, সরস্বতী পুজো, কালীপুজোর চাঁদা কত আদায় হল জন-সাধারণকে হিসেব দেওয়ার দায়বদ্ধতাও নেই। ঘটা করে পুজোর চাঁদা তোলা হয়। প্যান্ডেল লাইট চন্দননগর বা কলকাতার। গ্রামাঞ্চলের হস্তশিল্প প্রদর্শনী বা শিশুদের আঁকা প্রদর্শনীর কোন ব্যবস্থাও নেই। জেলা বা রাজ্যস্তরে ক্লাবগুলি কোন ভাল এ্যাথলেট/ক্রীড়াবিদ, অভিনেতা বা জিমন্যাসিয়াম উপহার দিতে পারেনি। CLUB-র বর্ণগুলি ভাঙ্গলে, C = Culture, L=Literature, U=Unity, B = Behaviour-র কোন সংজ্ঞা খাটে না এই সমস্ত ক্লাবের ক্ষেত্রে। জঙ্গিপুর পুরসভার অধীন ভাগীরথীর পূর্বপাড়ে নিম্নলিখিত ক্লাবগুলি বহাল তবিয়তে আছে তথাপি বিকেলবেলায় শিশুদের খেলাধুলার বড় অভাব। শিশুদের মনোরঞ্জন বা চিত্ত-বিনোদনের ব্যাপারে নীচের ক্লাবগুলি ভাবনা চিন্তা করলে শিশুদের চারিত্রিক-মানসিক গঠনের সঙ্গে সামাজিক উন্নতিও হবে।

রঘুনাথপুর যুব গোষ্ঠী, গোফুরপুর সোনালী সংঘ, আমরা ক'জন ক্লাব, মহাবীর সংঘ ও ক্লাব, জঙ্গিপুর এস বি এস, জঙ্গিপুর টাউন ক্লাব, জঙ্গিপুর হরিসভা ক্লাব, কোবরা ইয়ংস ক্লাব, সরস্বতী লাইব্রেরী ও ক্লাব, ইউনাইটেড ক্লাব, বাসন্তীতলা ক্লাব, বারুইপাড়া ক্লাব, মুকুল ফৌজ ক্লাব। ক্লাবে খেলাধুলা না হওয়ার পিছনে কি কারণ ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে সত্তর/আশির দশকের নামকরা ফুটবল নক্ষত্রেরা সবশ্রী কেশবচন্দ্র রায়, সাজাহান বাদশা, আব্দুস সালামেরা আক্ষেপ করে একই বক্তব্য রাখলেন—যোগ্য সংগঠকের অভাব। কিশোর যুবকদের খেলাধুলার প্রতি ভালবাসা, স্বাস্থ্যগঠন ও চরিত্র গঠনের ইচ্ছে না থাকায় খেলাধুলা ও সংস্কৃতিতে অনীহা এসেছে। তদুপরি টিভির বিভিন্ন চ্যানেল এবং স্কুলগুলিও আংশিক দায়ী। স্কুলেও তেমন খেলাধুলা হচ্ছে না আগে যা হত। জঙ্গিপুরের অন্যতম গল্পকার কুণালকান্তি দে জানালেন, সাংস্কৃতিকমনস্ক যুবকেরা অন্তর্মুখী হয়ে যাওয়ায় এবং বৈদ্যুতিন মাধ্যমের দাপট বৃদ্ধি পাওয়ায় সাংস্কৃতিক আন্দোলনে ভাটা দেখা দিয়েছে। ক্লাব-গুলির দৈন্যদশা প্রসঙ্গে তিনি জানান, শিক্ষিত যুবকেরা কর্ম-সংস্থানের দিকে ঝুঁকে পড়ায় ক্লাবগুলির দিক থেকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিয়েছেন। এই অচলাবস্থা দূর হবে বলে তিনি আশা রাখেন।

রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লকের প্রশাসনিক ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গত ১৮ জুন রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লকের নবনির্মিত প্রশাসনিক ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন হয়। দ্বারোদ্ঘটন করেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি সচ্চিদানন্দ কান্ডারী। এছাড়া অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মহকুমা শাসক পুনিত যাদব, বিধায়ক আবুল হাসনাত, পুরপতি মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য প্রমুখ। ঐদিন মহকুমা শাসক কক্ষে সভাধিপতিসহ অন্যান্য আধিকারিকদের এক সভা থাকায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানকে সংক্ষিপ্ত করা হয়। সকলের গতানুগতিক বক্তব্যের মধ্যে জঙ্গিপুরের বিধায়ক আর এস পির আবুল হাসনাত তাঁর দেওয়া টাকায় এলাকায় সঠিকভাবে কাজ হচ্ছে না বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

দেশের দশা (২য় পৃষ্ঠার পর)

অর্থ সম্পদ অর্জন করিবে, যেমন ইচ্ছা বুক ফুলাইয়া চলিবে—অথচ এদেশবাসী অপর কোন দেশে গিয়া সামান্য নাগরিকের অধিকারও পাইবে না। ইহা লইয়া এদেশবাসীকে বার বার পরম লজ্জাকর আবেদন নিবেদন করিতে হইবে—ও বার বার কুকুর বিড়ালের মত প্রত্যাখ্যাত হইবে।

যে দেশবাসী ভারতবাসীদের মানুষের অধিকার দিতে একেবারে গররাজী, ভারতবাসীকে যাহারা ঘৃণা করে, সেই দেশবাসীর অজস্র কোটি কোটি টাকার পণ্য ভারতের বাজারে আসিয়া স্বচ্ছন্দে বিকাইয়া যাইবে—ভারতবাসী তাই হাসিমুখে কিনিবে—বিলাস ও আনন্দের দ্রব্য করিবে। তাহাদের পণ্যের বাজার এখানে তাহারা জোর চালাইবে—দেশবাসী বা দেশের বিধি বিধান তাহাদের বাধা দিবে না। এমনি চমৎকার বিচিত্র দেশ এই ভারতবর্ষ!

চোখের উপর এই সব দেখিয়া শুনিয়াও দেশবাসী চুপ করিয়া থাকে। জাতির ক্লৈব্য ও মোহ ইহাদের জড়তা ভাঙ্গিয়া এই সব অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার সাহস দেয় না। তাই অন্যায় দেশ-বাসীর ঘাড়ে ক্রমশঃ আরো জাঁকিয়া বসিতেছে। ভারতীয়ের নিজস্ব শিল্প বাণিজ্য লুপ্ত, অথচ সাম্রাজ্য প্রদর্শনীতে পরের শিল্প বাণিজ্যের প্রসার প্রতিপত্তি নিজ দেশে বিস্তার করিবার জন্য তাহাকেই অর্থ ঢালিয়া দিতে হইবে। অভাবের তাড়নায় পরদেশী বাণিজ্যের প্রদর্শনীর বিজ্ঞাপন দেশীয় কাগজে ঘোষণা করিতে হইবে। কৌন্সিলে আবার ইহাই লইয়া দেশীয় কৌন্সিরদের দায়িত্ব ও মর্য্যাদা জ্ঞানের দোহাই দেওয়া হইয়াছে। ভারতীয়েরা অর্থ সামর্থ্য প্রাণ দিয়া সাম্রাজ্যের সম্মান রক্ষা করিবে অথচ ভারতীয়দের সম্মান—সম্মান দূরের কথা আশু প্রাণঘাতী নীতি যাহা সামাজিক বিধান অনুসারে অবলম্বিত হইতেছে তাহার এতটুকু ব্যত্যয় কোন প্রকারে হইবার নহে। (রচনাকাল ঃ ১৩৩৬ সাল)

জীবন বিজ্ঞান প্রাইভেট পড়ান হয়।
মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, বি, এসসি ও J. E. E
Humayun Sk., B. Sc. (Hons.), M. Sc. (Biology)
যোগাযোগের স্থান ঃ রঘুনাথগঞ্জ গোডাউন এর কাছে
জাগরণী সংঘ নিকটস্থ শ্যামল চক্রবর্তীর বাড়ী। ফোন ঃ ৭১০৭৬

যে কোন অনুষ্ঠানে খুচরো ও পাইকারী ভালো দই ও পনির এর অর্ডার নেওয়া হয়। যোগাযোগের স্থান ঃ—
দত্ত টিফিন ষ্টোর্স
রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) ॥ ফোন ঃ ৬৬৪৭৬

৫৮ জন ক্যান্টিন কর্মী নিয়োগের দাবীতে এন টি পি সিতে রিলে অনশন

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গত ১৭ জুন থেকে ফরাক্কা এন টি পি সিতে ৫৮ জন ক্যান্টিন কর্মীর পুনর্বহালের দাবীতে ধারাবাহিক অনশন শুরু হয়। তিনটি ঠিকা কর্মী সংগঠনের যৌথ সংগ্রাম কমিটি আন্দোলনে অংশ নেয়। এক সাক্ষাৎকারে এনটিপিসির সিটু ইউনিয়নের জেনারেল সেক্রেটারী দিলীপ মিশ্র জানান, 'এন টি পি সি কর্তৃপক্ষ দীর্ঘদিন থেকে সাবসিডি দিয়ে ক্যান্টিন চালানোয় বাজার অপেক্ষা কম দামে কর্মীরা খাবার পেতেন। কিছুদিন থেকে ঐ সুযোগ বন্ধ করে দিয়ে ম্যানেজমেন্ট কর্মীপিছু মাসিক ৪২৫ টাকা লাঞ্চ সাবসিডি চালু করে। যদিও এ থেকে কিছু টাকা পি এফে কেটে নেওয়া হয়।' এ প্রসঙ্গে আই এন টি ইউ সির ঠিকা কর্মী সংগঠনের প্রেসিডেন্ট সোমেন পান্ডের বক্তব্য—'প্রত্যেক বছর ক্যান্টিনের টেন্ডার হলেও দীর্ঘ প্রায় দশ বছর ধরে এখানে ক্যান্টিন পরিচালনার দায়িত্বে ছিল ক্যালকাটা কফি হাউস নামে এক সংস্থা। তারা ১৮ জন নিজস্ব কর্মী ও ৫৮ জন স্থানীয় কর্মী নিয়ে ক্যান্টিন চালাতো। গত ৩১ মে '০২ তাদের চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়ে যায়। পরবর্তীতে ক্যান্টিনের দায়িত্ব পায় জব্বলপুর কোঃ অপঃ সোসাইটি নামে এক সংস্থা। বর্তমানে ঐ সংস্থা নিজস্ব কর্মী দিয়ে ক্যান্টিন চালানোর ফলে দীর্ঘদিনের পুরনো ৫৮ জন স্থানীয় কর্মী বেকার হয়ে যান। তাঁদের কোনভাবেই ক্যান্টিনের কাজে নিযুক্ত না করায় পুনর্নিয়োগের দাবীতে গত ৩ জুন থেকে ৫৮ জন কর্মীর পক্ষে পদ্ধতিগতভাবে আমরা আন্দোলনে নেমেছি। গেট মিটিং, মহামিছিল করা হয়। পরে তিনটি ঠিকা কর্মী সংগঠনের যৌথ সংগ্রাম কমিটির পক্ষে আমি গত ১৭ জুন রিলে অনশনের সূচনা করি।'

রেজাউল করীম স্মরণে আলোচনা সভা

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষক সমিতি মুর্শিদাবাদ জেলা শাখার উদ্যোগে বহরমপুর গ্র্যান্ট হলে গত ১৬ জুন অধ্যাপক রেজাউল করীমের উপর এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। বিষয় ছিল 'শতবর্ষের আলোকে অধ্যাপক রেজাউল করীম।' দেশপ্রেমিক, ধর্মনিরপেক্ষ, মানবতাবাদী বুদ্ধিজীবী অধ্যাপক করীমের জন্মশতবর্ষের উপর আলোচনায় অংশ নেন বহরমপুরের সাংসদ অধীররঞ্জন চৌধুরী, অধ্যাপক শক্তিনাথ ঝা, অধ্যাপক আবুল হাসনাত, কুমারদীপ্তি সেনগুপ্ত প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ডব্লু বি টি এ-র রাজ্য সভাপতি মহঃ সোহরাব।

সকলকে সাদরে আমন্ত্রণ জানাই—

মির্জাপুরের একমাত্র ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান

বাঘিড়া সরমা এণ্ড সন্স

আর কোথাও না গিয়ে আমাদের প্রতিষ্ঠানে আসুন। এখানে উৎকৃষ্ট মানের মুর্শিদাবাদ প্রিন্ট শাড়ী, গরদ, কোরিয়াল, জাকার্ড, জামদানী, তসর, কাঁথাষ্টিচ সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়। এ ছাড়া শান্তিপুর, ফুলিয়া নবদ্বীপের তাঁতের শাড়ী ও মাদ্রাজের লুঙ্গিও পাওয়া যায়।

গ্রাম মির্জাপুর, পোঃ গনকর, জেলা মুর্শিদাবাদ
ফোন ঃ এসটিডি ০৩৪৮৩/৬২০৬০
প্রোঃ উত্তম বাঘিড়া ও লক্ষ্মী বাঘিড়া

উপদেষ্টা আশিক হোসেন খুন (১ম পৃষ্ঠার পর)

ব্যবস্থা করি। সন্ধ্যের দিকে সি আই এবং এস ডি পি ও ঘটনাস্থলে যান।' এই প্রসঙ্গে আরো জানা যায়, আশিক হোসেন জীবিকার প্রয়োজনে বর্তমানে নিমতিতা রেজিষ্ট্রি অফিসে দলিল লিখতেন। তাঁর হত্যার প্রতিবাদে ওখানকার দলিল লেখক সমিতি ২৬ জুন কর্মবিরতি পালন করে। ঐ দিন জঙ্গিপুর বারে শোকসভার পর আশিকের মৃতদেহ নিয়ে আইনজীবীদের এক শোকমিছিল শহর পরিক্রমা করে। শেষ খবর, ২৬ জুন সকালে সামসেরগঞ্জ থানার পুলিশ সেরপুর গ্রাম থেকে আশিক হত্যার সঙ্গে জড়িত সন্দেহে তাজামুল হক, মতিউর রহমান ও আলমগীরকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করেছে। এ হত্যা রহস্য তাড়াতাড়ি উদ্ঘাটন করা সম্ভব হবে—একথা দৃঢ়তার সঙ্গে জানান জঙ্গিপুর মহকুমা পুলিশ প্রশাসক প্রসূন ব্যানার্জী।

অধীর চৌধুরী আবার জঙ্গিপুরে (১ম পৃষ্ঠার পর)

ঐ ব্লকেই সি পি এমের দুর্গ সেকেন্দ্রা ও গিরিয়ায় ঘরছাড়াদের ঘরে ফেরানো, ৮ জুলাই মিঠিপুর থেকে গিরিয়া-সেকেন্দ্রা পদযাত্রা করে দলীয় কর্মীদের সাহস যোগাতে এবং আগামী পঞ্চায়েত ভোটের প্রস্তুতি হিসাবে অধীরের জঙ্গিপুরে আগমন বলে দলীয়সূত্রে খবর।

আফিডেবিট

আমি কল্পনা বাহাদুর (৩২), স্বামী মৃত দিল বাহাদুর, জাতি হিন্দু, থানা সুতী, গ্রাম ও পোঃ জাঙ্গিপুর ব্যারেজ, জেলা মুর্শিদাবাদ। গত ২৪ জুন জঙ্গিপুর নোটারী আদালতে আফিডেবিট (নং ৫১৫৭) করে আমার পদবী বাহাদুরের স্থলে সরকার করলাম। এখন হতে আমি সর্বত্র কল্পনা বাহাদুরের পরিবর্তে কল্পনা সরকার নামে পরিচিত হ'ব।

আর কোথাও না গিয়ে আমাদের এখানে অফুরন্ত সমস্ত রকম সিল্ক শাড়ী, কাঁথা ষ্টিচ করার জন্য তসর থান, কোরিয়াল, জামদানী জোড়, পাঞ্জাবীর কাপড়, তসর ও গরদের ব্লাউজ পিসসহ ছাপা শাড়ী, মুর্শিদাবাদ পিওর সিল্কের প্রিন্টেড শাড়ীর নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান। উচ্চ মান ও ন্যায্য মূল্যের জন্য পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

বাঘিড়া ননী এণ্ড সন্স

(বিজয় বাঘিড়া, শেষের ঘর)

মির্জাপুর ।। গনকর

ফোন নং ঃ গনকর ৬২০২৯ (এসটিডি ০৩৪৮৩)

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ), পিন-৭৪২২২৫ হইতে সত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।